প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিগত ৫ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ি বর্তমান সরকার একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিগত পাঁচ বৎসর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিন বিভিন্ন সংস্থা বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, ডিজিটালাইজেশন, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আবাসনসহ জীবন-জীবিকার উন্নয়ন এবং নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানানমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

১.০. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বল্পমূল্যে, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়সহ সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ার কার্যক্রম চলছে, যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যে কোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারে। ইতোমধ্যে মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, জেলা ই-সেবাকেন্দ্র, জাতীয় তথ্যকোষ, ই-পুঁর্জি, ই-এশিয়া-২০১১ প্রভৃতি যুগান্তকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০,৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে, জাতীয় ই-তথ্যকোষের ওয়েবসাইট থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় আট লাখ মানুষ তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ইউনিয়ন ও তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা গ্রহণ করছে।

২.০. বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর আওতাধীন ইপিজেডসমূহে বিগত পাঁচ বৎসরে ১৩০টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে। ১,৩৫৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১০৬০৬.২৮ কোটি টাকা) প্রকৃত বিনিয়োগ, ১৮,৫৯৫.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৪৫০৪২.০৯ কোটি টাকা) রপ্তানী এবং ১,৭৪,৫৭৭ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। বেসরকারী খাতে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, ৪টি পানি পরিশোধনাগার (WTP), শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী ৩৪-৯৩% (২০১০ সাল) বৃদ্ধি হয়েছে। ১১,০০০ নারী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের জন্য ডরমেটরী ও ট্রেনিং ইন্সষ্টিটিউট নির্মাণ, বেপজার নিজস্ব কারখানা ভবন নির্মাণ, ঈশ্বরদী ইপিজেডের ২য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.০. বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরে (জানুয়ারী, ২০০৯ - নভেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) স্থানীয় ও বিদেশী মোট ৮৪১৩টি শিল্প নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ টাকা ৩২১৬৩৮৫.৬৩৬ মিলিয়ন, (মাঃ ডলার ৪২৬৫৭.১০৪ মিলিয়ন)। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত ৭৫০১টি শিল্প প্রকল্পে প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ টাকা ২০৫২৫৮৯.৮৫২ মিলিয়ন। যৌথ ও ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ হিসেবে নিবন্ধিত ৯১২টি শিল্প প্রকল্পে প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ টাকা ১১৬৬১৩০.৮৯৬ মিলিয়ন। উক্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সর্বমোট ১৭৯৭৩৭২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের ২৯৩টি পদ সম্বলিত অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়েগিবিধি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৪.০. বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০০৯-২০১৩ সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' র নিবন্ধিত এনজিওসমূহ ২১০,৫৬৮,০২৬,০৩৭/- (একুশ হাজার ছাপ্পান্ন কোটি আশি লক্ষ ছাবিবশ হাজার সাইত্রিশ) টাকার বৈদেশিক সাহায্যে ৫,৪৫৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্ণিত অর্থে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রায় ৫৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রী উপকরণসহ শিক্ষা সুবিধা পেয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার হাসপাতাল/ক্লিনিকের

মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে এসময়কালে প্রায় ১৯০০০ গভীর/অগভীর নলকুপ স্থাপন এবং প্রায় ১২ লক্ষ শৌচাগার নির্মান করা হয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানে এনজিওসমূহ এসময়কালে প্রায় ৫,৮০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ১৪০ টি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই সময়কালে ১৯৫৪টি মসজিদ, ১৪০টি মাদ্রাসা ২৫টি এতিমখানা ও ৩৬৮টি অজুখানা নির্মাণ করা হয়েছে।

৫.০. আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে উপকূলীয়/ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি পাকা ব্যারাক এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২২০৪০০.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে বাস্তবায়িত ৪০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০,৬০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং তাদেরকে স্বাবলম্বি করার জন্য ২০.০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলিতে বৃক্ষরোপন ও বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬.০. ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ সময়কালে 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচি আওতায় মোট ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ সময়কালে ১৬২ টি উপজেলায় বিভিন্ন ধরণের ১৬২টি বৃহৎ আকারের আয় বর্ধনমূলক প্রকল্প (গরু পালন, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পানের বরজ, হস্ত শিল্প, রিক্সা-ভ্যান, পরিবহন প্রকল্প, নার্সারী সৃজন, পোল্ট্রি প্রকল্প, তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জুতা তৈরি প্রকল্প, চিংড়ি চাষ প্রকল্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করা হয়।

৭.০. ২০১০ সালে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) পলিসি প্রণীত হওয়ার পর অদ্যাবধি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রায় ৭০টি প্রকল্প প্রস্তাব পিপিপি অফিসে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩৫টি প্রকল্প যাচাই/বাচাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের আশা করা হচ্ছে। পিপিপি আইন মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং জন্য রয়েছে। এছাড়া Public Private Partnership (PPP) Screening Manual এবং Viability Gap Financing (VGF) গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.০. দেশের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়। পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি ২০১২-২০১৩ সময়কালে মোট ০৪টি সভা করে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও বেসরকারি খাতকে প্রদেয় সেবা সহজিকরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে মোট ৪৮টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার বেশিরভাগ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণের সুদের হার কমানো ও এ খাতকে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় শিল্পনীতির পরিবর্তন, কাস্টম বন্ড লাইসেন্স, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, আমদানি ও রফতানি লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়েছে।

৯.০. স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবর্গ, সফরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার ঘোষিত ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী প্রয়োগ, গোয়েন্দা কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাদের কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। অত্র সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৮৩টি গেজেটেড ও নন-গেজেটেড সামরিক এবং বেসামরিক পদের প্রাধিকার সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত পদের সাথে আনুপাতিক হারে যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জাম বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩৬ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান হয়েছে। আরো ১৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.০. জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। দেশের অতীত ও বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভৌগোলিক সীমানা লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস, কোনো বিদেশি অনাকাঙ্ক্ষিত মতবাদ বা ধারণা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মূল স্বত্ব বিনষ্ট, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পেশায় অবস্থানপূর্বক ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা ইত্যাদি কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের বিরুদ্ধে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নপূর্বক মতামত ও সুপারিশ সরকারকে অবহিত করছে। এছাড়াও ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরে জনবল বৃদ্ধি হয়েছে-৩৪৩ জন, নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে-৮৯৮ জন, পদোন্নতি দেয়া হয়েছে-৪৪৭ জন, প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে-২০০০ জন, টিওএন্ডইতে ২৮০টি যানবাহন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং নিজস্ব অফিস/বাড়ি/জমি-১৫.৩৭ একর প্রদান করা হয়েছে।

১১.০. ২০০৯-২০১৩ সময়ে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বেসরকারিকরণকৃত ৭৭ (সাতাত্তর) টির মধ্যে ৭৫ (পঁচাত্তর) টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালে সরেজমিনে পরিদর্শন ও সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টি (৫৯%) প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে চালু রয়েছে এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে চালু করার প্রক্রিয়াধীন আছে ১৬টি (২১%) প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, চূড়ান্তভাবে বন্ধ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫টি (২০%)। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বেসরকারিকরণের পূর্বে উক্ত ৭৫ (পঁচাত্তর) টি প্রতিষ্ঠানে মোট জনবল ছিল প্রায় ৩১,০০০ (একত্রিশ হাজার)। বেসরকারিকরণের পর ৪৪ (চুয়াল্লিশ)টি শিল্পে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) এ উন্নীত হয়েছে।

১২.০. এ সরকারের সময়ে গত ১৭ নভেম্বর ২০১০ তারিখে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) বিগত ১৮/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি'র সভায় ০৫টি স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহণ করে। স্থানসমূহ হলোঃ (১) মীরসরাই, চট্টগ্রাম- ৬৬১৫ (ছয় হাজার ছয়শত পনের) একর; (২) আনোয়ারা গহীরা, চট্টগ্রাম- ৬১১ (ছয়শত এগার) একর; (৩) শেরপুর, মৌলভীবাজার- ৩৫২ (তিনশত বায়ান্ন) একর; (৪) সিরাজগঞ্জ (বঙ্গবন্ধুসেতু সংলগ্ন)- ১০৪১ (এক হাজার একচল্লিশ) একর এবং (৫) মংলা, বাগেরহাট- ২০৫ (দুইশত পাঁচ) একর। প্রস্তাবিত ৫টি স্থানের মধ্যে মৌলভীবাজারের শেরপুর, চট্রগ্রামের মীরসরাই ও আনোয়ারা গহীরায় Japan development Institute (JDI) ও Maxwell stamp Ltd (BD) এবং sheltech Pvt Ltd (BD) কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপরোক্ত ৫টি স্থান ছাড়াও প্রাথমিকভাবে আরো ৬টি স্থানে যথা: মানিকগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নোয়াখালী, নীলফামারী, গজারিয়া এবং নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে গ্রামীন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে বৈপ্লবিক পরির্তন সাধিত হবে।

১৩.০. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের শিল্পায়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশী-বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাগণ এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুইটি বেসরকারী ইপিজেডের কার্যক্রম চলমান আছে। যথা:- (১) রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড এবং (২) কোরিয়ান ইপিজেড।